

বিংশতি অধ্যায়

বলি মহারাজের সর্বস্ব সমর্পণ

বিংশতি অধ্যায়ের কথাসার—ভগবান বামনদেব প্রতারণা করতে এসেছেন জেনেও বলি মহারাজ ভগবানকে সর্বস্ব দান করেছিলেন, এবং তখন ভগবান তাঁর দেহ বিস্তার করে বিরাটরূপ ধারণ করেছিলেন।

গুত্রাচার্যের উপদেশ শ্রবণ করে বলি মহারাজ মনে মনে বিচার করেছিলেন—ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ গৃহস্থদের ধর্ম হলেও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা অথবা ব্রহ্মচারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা না করা সমীচীন নয়। কারণ মিথ্যা কথা বলা সব চাইতে বড় পাপ। এই পাপের ভয়ে সকলেরই ভীত হওয়া উচিত, কারণ মাতা বসুন্ধরা এই প্রকার পাপীর ভার বহন করতে পারেন না। সাম্রাজ্য বিস্তার অনিত্য; তার ফলে যদি জনগণের লাভ না হয়, তা হলে এই প্রকার সাম্রাজ্য বিস্তার নিতান্তই নিরর্থক। পূর্বে সমস্ত মহান রাজা এবং সম্রাটেরা জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য তাঁদের রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের জন্য এই প্রকার কার্যকলাপে যুক্ত থাকলেও, মহাজনেরা কখনও কখনও তাঁদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন। কথিত আছে যে কীর্তিমান ব্যক্তির কখনও মৃত্যু হয় না, তিনি সর্বদা জীবিত থাকেন। তাই কীর্তিই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই কীর্তি অর্জনে যদি দারিদ্র্য উপস্থিত হয় তাও ভাল। তার ফলে কোন ক্ষতি হয় না। বলি মহারাজ বিবেচনা করেছিলেন যে, এই ব্রহ্মচারী বামনদেব যদি ভগবান শ্রীবিষ্ণুও হন, এবং ভগবান যদি তাঁর দান গ্রহণ করেন এবং তার পর তাঁকে বন্ধন করেন, তা হলেও বলি মহারাজ তাঁর প্রতি হিংসা করবেন না। এইভাবে বিচার করে বলি মহারাজ তাঁর সর্বস্ব দান করেছিলেন।

ভগবান বামনদেব তখন বিরাটরূপে নিজেকে বিস্তার করেছিলেন। ভগবান বামনদেবের কৃপায় বলি মহারাজ দেখলেন যে, ভগবান সর্বব্যাপ্ত এবং তাঁর শরীরে সব কিছু বিরাজ করছে। বলি মহারাজ বামনদেবকে কিরীট, পীতবাস, শ্রীবৎস, কৌমুদ, বনমালা এবং অলঙ্কারে বিভূষিত ভগবান শ্রীবিষ্ণুরূপে দর্শন করেছিলেন। ভগবান ক্রমশ সারা পৃথিবী আচ্ছাদন করেছিলেন, এবং তাঁর দেহ বিস্তার করে

তিনি সমগ্র আকাশ আচ্ছাদিত করেছিলেন। তাঁর হস্তের দ্বারা তিনি দশদিক আচ্ছাদিত করেছিলেন, এবং তাঁর দ্বিতীয় পদক্ষেপের দ্বারা তিনি স্বর্গ আচ্ছাদিত করেছিলেন। তাই তখন তাঁর তৃতীয় পদবিন্যাসের জন্য আর কোন খালি জায়গা ছিল না।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

বলিরেবং গৃহপতিঃ কুলাচার্যেণ ভাষিতঃ ।

তৃষ্ণীং ভূত্বা ক্ষণং রাজন্মুবাচাবহিতো গুরুম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; বলিঃ—বলি মহারাজ; এবম্—এই প্রকার; গৃহ-পতিঃ—পুরোহিতের দ্বারা পরিচালিত গৃহস্বামী; কুল-আচার্যেণ—কুলগুরুর দ্বারা; ভাষিতঃ—এইভাবে সম্ভাষিত হয়ে; তৃষ্ণীম্—নীরব; ভূত্বা—হয়ে; ক্ষণম্—ক্ষণিকের জন্য; রাজন্—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); উবাচ—বলেছিলেন; অবহিতঃ—পূর্ণরূপে বিচার করে; গুরুম্—তাঁর গুরুদেবকে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, কুলগুরু শুক্রাচার্যের দ্বারা এইভাবে উপদিষ্ট হয়ে, বলি মহারাজ ক্ষণকাল মৌনভাবে বিচার করে তাঁর গুরুদেবকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, বলি মহারাজ সেই সঙ্কটকালে নীরব ছিলেন। তিনি বিচার করেছিলেন কিভাবে তিনি তাঁর গুরুদেব শুক্রাচার্যের উপদেশ অবজ্ঞা করবেন? বলি মহারাজের মতো ধীর ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে তাঁর গুরুর আদেশ তৎক্ষণাৎ পালন করা। কিন্তু বলি মহারাজ এও বিবেচনা করেছিলেন যে, শুক্রাচার্যকে আর গুরুরূপে স্বীকার করা যায় না, কারণ তিনি গুরুর কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে গুরুর কর্তব্য হচ্ছে শিষ্যকে ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু গুরু যদি সেই কর্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হয়, এবং পক্ষান্তরে তার শিষ্যের ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথের প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়, তা হলে তার গুরু হওয়া উচিত নয়। গুরুর্ন স স্যাৎ (শ্রীমদ্ভাগবত ৫/৫/১৮)। গুরু যদি তার শিষ্যকে কৃষ্ণভক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে না

পারে, তা হলে তার গুরু হওয়া উচিত নয়। জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্ত হওয়া, যাতে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় (ত্যাগা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন)। কৃষ্ণভক্তির বিকাশ সাধন করার মাধ্যমে সেই স্তর প্রাপ্ত হতে শ্রীগুরুদেব তাঁর শিষ্যকে সাহায্য করেন। এখানে গুত্রাচার্য বলি মহারাজকে উপদেশ দিয়েছেন ভগবান বামনদেবকে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রত্যাখ্যান করতে। তাই বলি মহারাজ বিচার করেছিলেন যে, তিনি যদি তাঁর গুরুর আদেশ অবজ্ঞা করেন তা হলে কোন দোষ হবে না। তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন যে, তিনি কি গুরুর আদেশ অবহেলা করবেন, না ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সব কিছু করবেন? তিনি কিছুক্ষণ সময় নিয়েছিলেন। তাই বলা হয়েছে, তুষাং ভূত্বা ক্ষণং রাজনুবাচাবহিতো গুরুম্। এই বিষয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর তিনি স্থির করেছিলেন যে, সর্ব অবস্থাতেই বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা কর্তব্য, এমন কি গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করেও।

গুরু যদি বিষ্ণুভক্তির বিরোধী হন, তা হলে তাঁকে আর গুরু বলে স্বীকার করা যায় না। কেউ যদি ভ্রান্তিভ্রাত এই প্রকার গুরু গ্রহণ করে থাকে, তা হলে তাকে ত্যাগ করা কর্তব্য। এই প্রকার গুরুর বর্ণনা করে মহাভারতে (উদ্যোগ পর্ব ১৭৯/২৫) বলা হয়েছে—

গুরোরপ্যবলিপুস্য কার্যাকার্যমজানতঃ ।

উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥

শ্রীল জীব গোস্বামী উপদেশ দিয়েছেন যে, এই প্রকার নিষ্কর্মা কুলগুরুকে পরিত্যাগ করে সদগুরু গ্রহণ করা কর্তব্য।

ষট্‌কর্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ ।

অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ স্বপচো গুরুঃ ॥

“সমস্ত বৈদিক জ্ঞানে নিপুণ বিদ্বান ব্রাহ্মণ যদি বৈষ্ণব না হন, তা হলে তিনি গুরু হওয়ার অযোগ্য, কিন্তু স্বপচ কুলোদ্ভূত ব্যক্তি যদি বৈষ্ণব হন, তা হলে তিনি গুরু হওয়ার যোগ্য।” (পদ্মপুরাণ)।

শ্লোক ২

শ্রীবলিরূবাচ

সত্যং ভগবতা প্রোক্তং ধর্মোহয়ং গৃহমেধিনাম্ ।

অর্থং কামং যশো বৃত্তিং যো ন বাধেত কহিচিৎ ॥ ২ ॥

শ্রী-বলিঃ উবাচ—বলি মহারাজ বললেন; সত্যম্—এই কথা সত্য; ভগবতা—আপনার দ্বারা; প্রোক্তম্—উক্ত; ধর্মঃ—ধর্ম; অয়ম্—এই; গৃহ-মেধিনাম্—বিশেষ করে গৃহস্থদের জন্য; অর্থম্—অর্থনৈতিক উন্নতি; কামম্—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; যশঃ বৃত্তিম্—যশ এবং জীবিকা; যঃ—যা ধর্ম; ন—নয়; বাধেত—বাধা প্রদান করে; কহিচিৎ—কোন সময়।

অনুবাদ

বলি মহারাজ বললেন—আপনি বলেছেন, যে ধর্ম অর্থনৈতিক উন্নতি, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ, যশ এবং জীবিকার প্রতিবন্ধক নয়, তাই গৃহস্থদের প্রকৃত ধর্ম। আমিও সেই কথা সত্য বলে মনে করি।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ শুক্ৰাচার্যকে যে গুরুগভীর উত্তর দিয়েছিলেন, তা অর্থপূর্ণ। শুক্ৰাচার্য বলেছিলেন যে, মানুষের জীবিকা, যশ, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ এবং অর্থনৈতিক উন্নতি যথাযথভাবে সম্পাদন করা কর্তব্য। এইগুলি গৃহস্থদের প্রথম কর্তব্য, বিশেষ করে যারা বৈষয়িক ব্যাপারে আগ্রহী। ধর্ম যদি জড়-জাগতিক অবস্থার প্রতিবন্ধক না হয়, তা হলে তা স্বীকার্য। বর্তমান সময়ে, এই কলিযুগে, এই ধারণাটি অত্যন্ত প্রবল। ধর্ম যদি জড়-জাগতিক উন্নতির প্রতিবন্ধক হয়, তা হলে সেই ধর্ম কেউই গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। শুক্ৰাচার্য একজন বিষয়ী হওয়ার ফলে, ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না। ভগবানের পূর্ণ প্রসন্নতা বিধানের জন্য ভক্ত তাঁর সেবা করতে বদ্ধপরিকর। এই সঙ্কল্পের প্রতিবন্ধক যা কিছু তা ত্যাগ করা কর্তব্য। এটিই ভক্তির সিদ্ধান্ত। আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্ (চৈঃ চঃ মধ্য ২২/১০০)। ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান করতে হলে যা কিছু অনুকূল তাই স্বীকার করা উচিত এবং যা কিছু প্রতিকূল তা বর্জন করা উচিত। ভগবান বামনদেবের শ্রীপাদপদ্মে সর্বস্ব নিবেদন করার সৌভাগ্য বলি মহারাজ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু শুক্ৰাচার্য সেই ভক্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য জড়-জাগতিক যুক্তি প্রদর্শন করছিলেন। তাই বলি মহারাজ স্থির করেছিলেন যে, সেই প্রকার প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য। অর্থাৎ, তিনি তখন শুক্ৰাচার্যের উপদেশ প্রত্যাখ্যান করে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করতে স্থির করেছিলেন। এইভাবে তিনি ভগবান বামনদেবকে তাঁর সর্বস্ব নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩

স চাহং বিত্তলোভেন প্রত্যাচক্ষে কথং দ্বিজম্ ।

প্রতিশ্রুত্য দদামীতি প্রাহুদিঃ কিতবো যথা ॥ ৩ ॥

সঃ—সেই ব্যক্তি; চ—ও; অহম্—আমি হই; বিত্ত-লোভেন—ধনের লালসায় লালায়িত হয়ে; প্রত্যাচক্ষে—আমি প্রতারণা করব অথবা প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও তা অস্বীকার করব; কথম্—কিভাবে; দ্বিজম্—বিশেষ করে একজন ব্রাহ্মণকে; প্রতিশ্রুত্য—প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর; দদামি—আমি দান করব; ইতি—এইভাবে; প্রাহুদিঃ—যে আমি প্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্ররূপে বিখ্যাত; কিতবঃ—একজন সাধারণ প্রবঞ্চক; যথা—যেমন।

অনুবাদ

আমি প্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্র। আমি ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, অর্থের লালসায় কিভাবে সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারি? আমি কিভাবে একজন সাধারণ প্রবঞ্চকের মতো আচরণ করতে পারি, বিশেষ করে একজন ব্রাহ্মণের প্রতি?

তাৎপর্য

বলি মহারাজ তাঁর পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন শুদ্ধ ভক্ত। শুদ্ধ ভক্ত দুই প্রকার—সাধনসিদ্ধ এবং কৃপাসিদ্ধ। সাধনসিদ্ধ ভক্ত হচ্ছেন তিনি, যিনি শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে শাস্ত্রবিধি অনুশীলন করার দ্বারা ভক্ত হয়েছেন। কেউ যদি নিয়মিতভাবে এই প্রকার ভক্তি সম্পাদন করেন, তা হলে তিনি যথাসময়ে অবশ্যই সিদ্ধি লাভ করবেন। কিন্তু আর এক প্রকার ভক্ত রয়েছেন, যিনি ভগবদ্ভক্তির বিধি অনুশীলন না করেই শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কৃপার প্রভাবে শুদ্ধ ভক্তির সিদ্ধি লাভ করেছেন। এই প্রকার ভক্তের দৃষ্টান্ত হচ্ছেন যজ্ঞপত্নীগণ, বলি মহারাজ এবং শুকদেব গোস্বামী। যজ্ঞপত্নীরা ছিলেন সকাম কর্মপরায়ণ সাধারণ ব্রাহ্মণদের পত্নী। সেই ব্রাহ্মণেরা মহাপণ্ডিত এবং বৈদিক জ্ঞানে প্রবীণ হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ-বলরামের কৃপা লাভ করতে পারেননি, কিন্তু তাঁদের পত্নীরা স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও ভগবদ্ভক্তির পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তেমনই প্রহ্লাদ মহারাজের কৃপায় বৈরোচনি বা বলি মহারাজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কৃপা লাভ করেছিলেন, যিনি ব্রহ্মচারী যাচকরূপে

তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এইভাবে শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়েরই বিশেষ কৃপায় বলি মহারাজ কৃপাসিদ্ধ হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলেছেন—গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯/১৫১)। প্রহ্লাদ মহারাজের কৃপায় বলি মহারাজ ভক্তিলতা-বীজ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং সেই বীজ কালক্রমে অঙ্কুরিত হয়, এবং চরমে ভগবান বামনদেবের আবির্ভাবে তিনি ভগবৎ-প্রেমরূপ ফল লাভ করেছিলেন (প্রেমা পুমর্থো মহান)। ভগবানের প্রতি বলি মহারাজ তাঁর ভক্তি পোষণ করেছিলেন, এবং যেহেতু তিনি নির্মল হয়েছিলেন, তাই ভগবান তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবানের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভক্তির ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ স্থির করেছিলেন, “এই বামন ব্রাহ্মণকুমার আমার কাছে যা চাইবে, আমি তাই তাকে দান করব।” এটিই প্রেমের লক্ষণ। এইভাবে বুঝতে হবে যে বলি মহারাজ বিশেষ কৃপার প্রভাবে ভগবদ্ভক্তির পরম সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৪

ন হাসত্যাৎ পরোহধর্ম ইতি হোবাচ ভূরিয়ম্ ।

সর্বং সোঢ়ুমলং মন্যে ঋতেহলীকপরং নরম্ ॥ ৪ ॥

ন—না; হি—বস্তুতপক্ষে; অসত্যাৎ—অসত্য থেকে; পরঃ—অধিক; অধর্মঃ—অধর্ম; ইতি—এই প্রকার; হ উবাচ—বস্তুতপক্ষে বলা হয়েছে; ভূঃ—মাতা পৃথিবী; ইয়ম্—এই; সর্বম্—সব কিছু; সোঢ়ুম্—বহন করতে; অলম্—আমি সক্ষম; মন্যে—যদিও আমি মনে করি; ঋতে—বিনা; অলীক-পরম্—অত্যন্ত জঘন্য মিথ্যাবাদী; নরম্—মানুষ।

অনুবাদ

অসত্য থেকে গুরুতর অধর্ম আর কিছুই নেই। সেই জন্যই মাতা বসুন্ধরা বলেছিলেন, “আমি মিথ্যাবাদী মানুষ ব্যতীত অন্য যে কোন ভার বহন করতে পারি।”

তাৎপর্য

পৃথিবীর উপর অনেক বিশাল পর্বত এবং সাগর রয়েছে যা অত্যন্ত ভারী, কিন্তু পৃথিবী তা অনায়াসে বহন করেন। কিন্তু তাঁকে যখন একজন মিথ্যাবাদীকেও বহন করতে হয়, তখন তিনি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হন। বলা হয়েছে যে কলিয়ুগে

মিথ্যাভাষণ এক সাধারণ ব্যাপার—মায়ৈব ব্যবহারিকে (শ্রীমদ্ভাগবত ১২/২/৩) এমন কি সাধারণ ব্যবহারেও মানুষ বহু মিথ্যা কথা বলতে অভ্যস্ত। কেউই অসত্য ভাষণের পাপ থেকে মুক্ত নয়। অতএব সহজেই অনুমান করা যায় যে, কিভাবে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হয়েছে। কেবল পৃথিবীই নয়, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড।

শ্লোক ৫

নাহং বিভেমি নিরয়ান্নাধন্যাদসুখার্ণবাৎ ।

ন স্থানচ্যবনান্মৃত্যোর্যথা বিপ্রপ্রলম্বনাৎ ॥ ৫ ॥

ন—না; অহম্—আমি; বিভেমি—ভয় করি; নিরয়াৎ—নারকীয় অবস্থা থেকে; ন—না; অধন্যাৎ—দারিদ্র্য থেকে; অসুখ-অর্ণবাৎ—দুঃখের সমুদ্র থেকে; ন—না; স্থানচ্যবনাৎ—পদচ্যুত হওয়ার থেকে; মৃত্যোঃ—মৃত্যু থেকে; যথা—যেমন; বিপ্রপ্রলম্বনাৎ—ব্রাহ্মণকে প্রতারণা করা থেকে।

অনুবাদ

আমি ব্রাহ্মণকে বঞ্চিত করতে যেভাবে ভয় করি, নরক, দারিদ্র্য, দুঃখের সমুদ্র, পদচ্যুতি কিংবা মৃত্যু থেকেও আমি ততটা ভীত নই।

শ্লোক ৬

যদ্ যদ্ধাস্যতি লোকেহস্মিন্ সম্পরেতং ধনাদিকম্ ।

তস্য ত্যাগে নিমিত্তং কিং বিপ্রস্তুষ্যেন্ন তেন চেৎ ॥ ৬ ॥

যৎ যৎ—যা কিছু; হাস্যতি—ত্যাগ করবে; লোকে—জগতে; অস্মিন্—এই; সম্পরেতম্—মৃত পুরুষ; ধন-আদিকম্—তার ধন-সম্পদ; তস্য—এই প্রকার সম্পদের; ত্যাগে—ত্যাগে; নিমিত্তম্—উদ্দেশ্য; কিম্—কি; বিপ্রঃ—ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভগবান শ্রীবিষ্ণু; তুষ্যেৎ—প্রসন্ন হবেন; ন—হয় না; তেন—এই প্রকার (ধনের) দ্বারা; চেৎ—যদি সম্ভাবনা থাকে।

অনুবাদ

হে প্রভু, দেখুন, এই জগতের সমস্ত সম্পদ মৃত পুরুষকে পরিত্যাগ করে। অতএব, যে সম্পদ মৃত্যুতে নষ্ট হয়ে যাবে, সেই সম্পদ দিয়ে তাঁর প্রসন্নতা বিধান করা হোক না কেন?

তাৎপর্য

বিপ্র শব্দের অর্থ হচ্ছে 'ব্রাহ্মণ', এবং তার আর একটি অর্থ হচ্ছে 'গোপনীয়'। বলি মহারাজ কারও সঙ্গে আলোচনা না করে গোপনে স্থির করেছিলেন যে, বামনদেবকে তিনি সেই উপহার দান করবেন, কিন্তু যেহেতু এই সিদ্ধান্ত অসুর এবং তাঁর গুরুদেব শুক্রাচার্যকে মর্মান্বিত করবে, তাই তিনি দ্ব্যর্থক শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। শুদ্ধ ভক্ত বলি মহারাজ ইতিমধ্যেই স্থির করেছিলেন যে, তিনি বিষ্ণুকে সমস্ত ভূমি দান করবেন।

শ্লোক ৭

শ্রেয়ঃ কুবন্তি ভূতানাং সাধবো দুষ্ট্যজাসুভিঃ ।

দধ্যঙ্শিবিপ্রভৃতয়ঃ কো বিকল্পো ধরাदिषু ॥ ৭ ॥

শ্রেয়ঃ—সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ; কুবন্তি—সম্পাদন করে; ভূতানাম্—জনসাধারণের; সাধবঃ—সাধু ব্যক্তির; দুষ্ট্যজ—যা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; অসুভিঃ—তাঁদের জীবনের দ্বারা; দধ্যঙ্—মহর্ষি দধীচি; শিবি—মহারাজ শিবি; প্রভৃতয়ঃ—প্রভৃতি মহাত্মাগণ; কঃ—কি; বিকল্পঃ—বিচার বিবেচনা; ধরা-আদিষু—ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করায়।

অনুবাদ

দধীচি, শিবি প্রভৃতি মহাত্মাগণ জনসাধারণের উপকারের জন্য তাঁদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। এটিই ঐতিহাসিক প্রমাণ। অতএব এই সামান্য ভূমি পরিত্যাগে বিবেচনা করার কি আছে?

তাৎপর্য

বলি মহারাজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সর্বস্ব দান করতে প্রস্তুত ছিলেন, এবং পেশাদারি গুরু শুক্রাচার্য ইতিহাসে সর্বস্ব দান করার কোন দৃষ্টান্ত রয়েছে কি না, উৎকর্ষা সহকারে তা বিবেচনা করেছিলেন। বলি মহারাজ তাই মহারাজ শিবি এবং দধীচির দৃষ্টান্ত প্রদান করেছিলেন, যাঁরা জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য তাঁদের জীবন দান করেছিলেন। জড় বিষয়ের প্রতি, বিশেষ করে ভূসম্পত্তির প্রতি সকলেরই আসক্তি থাকে, কিন্তু সেই সমস্ত সম্পদ মৃত্যুর সময় বলপূর্বক ছিনিয়ে নেওয়া হয়, যে কথা ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে (মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম)। বলি মহারাজের সর্বস্ব গ্রহণ করার জন্য ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তার ফলে বলি

মহারাজ ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। অভক্তেরা কিন্তু ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারে না; এই ধরনের ব্যক্তিদের কাছে ভগবান মৃত্যুরূপে আবির্ভূত হয়ে বলপূর্বক তাদের সমস্ত সম্পদ অপহরণ করেন। অতএব, আমরা কেন আমাদের সমস্ত সম্পদ ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁকে দান করব না? এই প্রসঙ্গে শ্রীচাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি (চাণক্যশ্লোক ৩৬)। যেহেতু আমাদের ধন-সম্পদ চিরকাল থাকবে না এবং কোন না কোনও ভাবে তা একদিন আমাদের হারাতেই হবে, অতএব কোন সৎ উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করাই শ্রেয়। তাই বলি মহারাজ তাঁর তথাকথিত গুরুর আদেশ অবজ্ঞা করেছিলেন।

শ্লোক ৮

যৈরিয়ং বুভুজে ব্রহ্মন্ দৈত্যৈন্দ্রনিবর্তিভিঃ ।

তেষাং কালোহগ্রসীল্লোকান্ ন যশোহধিগতং ভুবি ॥ ৮ ॥

যৈঃ—যাঁদের দ্বারা; ইয়ম্—এই জগৎ; বুভুজে—ভোগ করা হয়েছে; ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; দৈত্য-ইন্দ্রৈঃ—দৈত্যকুলোদ্ভূত রাজা এবং মহাবীরদের দ্বারা; অনিবর্তিভিঃ—যাঁরা যুদ্ধে প্রাণ দিতে অথবা জয়লাভ করতে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন; তেষাম্—তাঁদের; কালঃ—কাল; অগ্রসীৎ—হরণ করে নিয়েছে; লোকান্—সমস্ত সম্পদ, ভোগের সমস্ত সামগ্রী; ন—না; যশঃ—যশ; অধিগতম্—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; ভুবি—এই পৃথিবীতে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, যুদ্ধে অপরাধু যে সমস্ত মহান দৈত্য রাজারা এই পৃথিবী ভোগ করেছিলেন, কাল তাঁদের সব কিছু হরণ করে নিয়েছে, কিন্তু পৃথিবীতে তাঁদের সঞ্চিত যশোরাশি হরণ করতে পারেনি। অর্থাৎ কেবল যশ লাভ করারই চেষ্টা করা উচিত।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে চাণক্য পণ্ডিত (চাণক্যশ্লোক ৩৪) বলেছেন, আয়ুশঃ ক্ষণ একোহপি ন লভ্য স্বর্ণকোটিভিঃ। মানুষের আয়ু অত্যন্ত অল্প, কিন্তু যদি এই অল্প আয়ুতে এমন কিছু করা যায় যার ফলে যশ বৃদ্ধি হয়, তা হলে কোটি কোটি বছর বেঁচে থাকা যায়। বলি মহারাজ তাই স্থির করেছিলেন যে, বামনদেবের কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতি

প্রত্যাখ্যান করতে তাঁর গুরুদেব যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা অবজ্ঞা করতে; পক্ষান্তরে, তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে বামনদেবকে ভূমি দান করতে এবং তার ফলে দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম মহাজন রূপে (বলিবৈয়াসকির্বয়ম্) নিত্য যশ লাভ করতে তিনি বিবেচনা করেছিলেন ।

শ্লোক ৯

সুলভা যুধি বিপ্রর্ষে হ্যনিবৃত্তাস্তনুত্যজঃ ।

ন তথা তীর্থে আয়াতে শ্রদ্ধয়া যে ধনত্যজঃ ॥ ৯ ॥

সুলভাঃ—অনায়াসে লব্ধ; যুধি—যুদ্ধে; বিপ্রর্ষে—হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; হি—বস্তুতপক্ষে; অনিবৃত্তাঃ—যুদ্ধে ভীত না হয়ে; তনুত্যজঃ—এই জীবন উৎসর্গ করতে; ন—না; তথা—তেমন; তীর্থে আয়াতে—যাঁদের উপস্থিতির ফলে তীর্থস্থান সৃষ্টি হয়, সেই প্রকার মহাত্মার আগমনে; শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে; যে—যাঁরা; ধন-ত্যজঃ—তাঁদের সঞ্চিত ধন ত্যাগ করতে পারেন।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, বহু মানুষ যুদ্ধে ভীত না হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু তীর্থস্থান সৃষ্টি করেন যে মহাত্মা তাঁকে শ্রদ্ধা সহকারে সমস্ত ধন দান করার সৌভাগ্য খুব কম মানুষেরই হয়।

তাৎপর্য

বহু ক্ষত্রিয় তাঁদের দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু সমস্ত সঞ্চিত ধন এবং সম্পদ যোগ্য পাত্রে দান করেছেন, এমন ব্যক্তি দুর্লভ। ভগবদ্গীতায় (১৭/২০) উল্লেখ করা হয়েছে—

দাতব্যমিতি যদানং দীয়তেহনুপকারিণে ।

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥

“দান করা কর্তব্য বলে মনে করে প্রত্যাশার আশা না করে উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত পাত্রে যে দান করা হয়, তাকে সাত্ত্বিক দান বলা হয়।” এইভাবে উপযুক্ত পাত্রে দান করাকে বলা হয় সাত্ত্বিক দান, এবং এই সাত্ত্বিক দানেরও উর্ধ্ব হচ্ছে অপ্রাকৃত দান, যার মাধ্যমে ভগবানের জন্য সব কিছু উৎসর্গ

করা হয়। ভগবান বামনদেব বলি মহারাজের কাছে দান গ্রহণ করতে এসেছিলেন। দান করার এই প্রকার সুযোগ কে পায়? তাই, বলি মহারাজ কোন রকম দ্বিধা না করে, ভগবান যা চেয়েছিলেন তাই তাঁকে দান করতে মনস্থ করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন দেওয়ার বহু সুযোগ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ভগবানকে সর্বস্ব দান করার এই সুযোগ নিতান্তই দুর্লভ।

শ্লোক ১০

মনস্বিনঃ কারুণিকস্য শোভনং

যদর্থিকামোপনয়েন দুর্গতিঃ ।

কুতঃ পুনরব্রহ্মবিদাং ভবাদৃশাং

ততো বটোরস্য দদামি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১০ ॥

মনস্বিনঃ—অত্যন্ত উদার; কারুণিকস্য—অত্যন্ত করুণাময় ব্যক্তির; শোভনম্—অত্যন্ত শুভ; যৎ—যা; অর্থি—অর্থার্থীর; কাম-উপনয়েন—সন্তুষ্টি বিধানের দ্বারা; দুর্গতিঃ—দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়ে; কুতঃ—কি; পুনঃ—পুনরায় (বলার আছে); ব্রহ্মবিদাম্—ব্রহ্মবিদ ব্যক্তির; ভবাদৃশাম্—আপনার মতো; ততঃ—অতএব; বটোঃ—ব্রহ্মচারীর; অস্য—এই বামনদেবের; দদামি—আমি দান করব; বাঞ্ছিতম্—তিনি যা চান।

অনুবাদ

দান করার ফলে উদার কারুণিক ব্যক্তি নিঃসন্দেহে আরও মঙ্গলজনক হয়ে ওঠেন, বিশেষ করে আপনার মতো ব্যক্তিকে যখন দান করা হয়। অতএব এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মচারী আমার কাছে যা চাইবেন, আমি তাই তাঁকে দান করব।

তাৎপর্য

কেউ যদি ব্যবসা, দ্যুতক্রীড়া, বেশ্যাগমন অথবা নেশা করে ধন হারিয়ে দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়, তা হলে কেউ তার প্রশংসা করে না, কিন্তু কেউ যদি তার সর্বস্ব দান করে, দরিদ্র হয়ে যায়, তা হলে সারা পৃথিবী জুড়ে তার মহিমা কীর্তিত হয়। তা ছাড়া, কোন উদার এবং কারুণিক ব্যক্তি যদি শুভ কার্যে তাঁর সর্বস্ব দান করে তাঁর দারিদ্র্যের গর্বে গর্বান্বিত হন, তা হলে তাঁর সেই দারিদ্র্য প্রশংসনীয় এবং মহাপুরুষের শুভ লক্ষণ। বলি স্থির করেছিলেন যে, তিনি যদি বামনদেবকে সর্বস্ব দান করে নিঃস্ব হয়ে যান, তা হলে তাই তাঁর বাঞ্ছনীয় হবে।

শ্লোক ১১

যজন্তি যজ্ঞং ক্রতুভির্যমাদৃতা

ভবন্তু আশ্রয়বিধানকোবিদাঃ ।

স এব বিষ্ণুর্বরদোহস্ত বা পরো

দাস্যাম্যমুশ্বে ক্ষিতিমীক্ষিতাং মুনৈ ॥ ১১ ॥

যজন্তি—পূজা করে; যজ্ঞম্—যজ্ঞের ভোক্তা; ক্রতুভিঃ—যজ্ঞের বিবিধ উপকরণের দ্বারা; যম্—পরম পুরুষকে; আদৃতাঃ—অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে; ভবন্তুঃ—আপনারা সকলে; আশ্রয়-বিধান-কোবিদাঃ—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বৈদিক বিধি সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত মহান সাধু ব্যক্তিরা; সং—তা; এব—বস্তুতপক্ষে; বিষ্ণুঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; বরদঃ—বর দানে প্রস্তুত; অস্ত—হন; বা—অথবা; পরঃ—শত্রুরূপে আসেন; দাস্যামি—আমি দান করব; অমুশ্বে—তাকে (ভগবান শ্রীবিষ্ণু বামনদেবকে); ক্ষিতিম্—ভূমি; ইক্ষিতাম্—অভীষ্ট; মুনৈ—হে মহর্ষি।

অনুবাদ

হে মুনিবর, বেদবিহিত যজ্ঞকর্মে নিপুণ আপনার মতো মহাত্মারা সর্ব অবস্থাতেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেন। তাই সেই বিষ্ণু আমাকে সমস্ত বর দান করবার জন্যই আসুন অথবা শত্রুরূপে দণ্ডদান করবার জন্যই আসুন, আমার কর্তব্য তাঁর আদেশ পালন করে তাঁর অনুরোধ অনুসারে তাঁকে তাঁর প্রার্থিত ভূমি দান করা।

তাৎপর্য

মহাদেব বলেছেন—

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাদনং পরম্ ।

তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥

(পদ্ম পুরাণ)

বেদে যদিও বিভিন্ন দেব-দেবীর আরাধনার কথা বলা হয়েছে, তবুও ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই জীবনের চরম লক্ষ্য। বৈদিক বর্ণাশ্রম প্রথায় সমাজকে এমনভাবে বিভক্ত করা হয়েছে যাতে সকলেই বিষ্ণুর আরাধনা করেন।

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পূমান্ ।

বিষ্ণুরারাদ্যতে পস্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্ ॥

“বর্ণ এবং আশ্রম-ব্যবস্থা অনুশীলনের দ্বারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করা হয়। ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।” (বিষ্ণু পুরাণ ৩/৮/৯) চরমে বিষ্ণুর আরাধনাই কর্তব্য, এবং সেই উদ্দেশ্যেই বর্ণাশ্রম প্রথায় সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসের প্রথা রয়েছে। বলি মহারাজ তাঁর পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজের কাছে ভগবদ্ভক্তির আদর্শ শিক্ষা লাভ করার ফলে জানতেন কি করা কর্তব্য। তিনি কখনও কারও দ্বারা বিপথগামী হননি, এমন কি তাঁর তথাকথিত গুরুর দ্বারাও নন। এটিই পূর্ণ শরণাগতির লক্ষণ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—

মারবি রাখবি—যো ইচ্ছা তোহারা ।

নিত্য-দাস-প্রতি তুয়া অধিকারা ॥

কেউ যখন ভগবান বিষ্ণুর শরণাগত হন, তখন ভগবান তাঁকে সংহার করুন অথবা রক্ষা করুন, সর্ব অবস্থাতেই তিনি ভগবানের শরণাগত থাকেন। সর্ব অবস্থাতে এবং সমস্ত পরিস্থিতিতে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করাই কর্তব্য।

শ্লোক ১২

যদ্যপ্যসাবধর্মণ মাং বধ্নীয়াদনাগসম্ ।

তথাপ্যেনং ন হিংসিষ্যে ভীতং ব্রহ্মতনুং রিপুম্ ॥ ১২ ॥

যদ্যপি—যদিও; অসৌ—ভগবান বিষ্ণু; অধর্মণ—ছলনাপূর্বক; মাম্—আমাকে; বধ্নীয়াৎ—হত্যা করেন; অনাগসম্—আমি নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও; তথাপি—তবুও; এনম্—তাঁর বিরুদ্ধে; ন—না; হিংসিষ্যে—আমি প্রতিশোধ নেব; ভীতম্—কারণ তিনি ভীত হয়েছেন; ব্রহ্ম-তনুম্—ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর রূপ ধারণ করে; রিপুম্—যদিও তিনি আমার শত্রু।

অনুবাদ

তিনি স্বয়ং বিষ্ণু হলেও ভয়বশত ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করে আমার কাছে ভিক্ষা করতে এসেছেন। অতএব, যেহেতু তিনি ব্রাহ্মণরূপে এসেছেন, তাই তিনি যদি অধর্ম সহকারে আমাকে বন্ধন করেন অথবা হত্যাও করেন, তবুও আমি এই শত্রুকেও হিংসা করব না।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণু যদি তাঁর স্বরূপ ধারণ করে বলি মহারাজের কাছে এসে তাঁকে কিছু করতে বলতেন, তা হলেও বলি মহারাজ তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতেন না। কিন্তু তাঁর ভক্তের সঙ্গে পরিহাস করে রস আস্থাদন করার জন্য ভগবান ব্রাহ্মাণ ব্রহ্মচারীর রূপ ধারণ করে বলি মহারাজের কাছে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করতে এসেছিলেন।

শ্লোক ১৩

এষ বা উত্তমশ্লোকো ন জিহাসতি যদ্ যশঃ ।

হত্বা মৈনাং হরেদ্ যুদ্ধে শয়ীত নিহতো ময়া ॥ ১৩ ॥

এষঃ—এই (ব্রহ্মচারী); বা—অথবা; উত্তম-শ্লোকঃ—বৈদিক বন্দনার দ্বারা যিনি পূজিত হন, সেই বিষ্ণু; ন—না; জিহাসতি—ত্যাগ করার বাসনা করেন; যৎ—যেহেতু; যশঃ—যশ; হত্বা—হত্যা করে; মা—আমাকে; এনাম্—এই ভূমি; হরেৎ—হরণ করবেন; যুদ্ধে—যুদ্ধে; শয়ীত—শয়ন করবেন; নিহতঃ—নিহত হয়ে; ময়া—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

যদি ইনি উত্তমশ্লোক বিষ্ণুই হন, তা হলে তিনি তাঁর কীর্তি পরিত্যাগ করবেন না; হয় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে বধ করে এই ভূমি গ্রহণ করবেন, নয়তো আমার দ্বারা নিহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রেই শয়ন করবেন।

তাৎপর্য

বিষ্ণু নিহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করবেন, বলি মহারাজের এই উক্তিটির একটি প্রচ্ছন্ন অর্থ রয়েছে, কারণ বিষ্ণুকে কেউ কখনও হত্যা করতে পারে না। বিষ্ণু সকলকে হত্যা করতে পারেন, কিন্তু কেউই তাঁকে হত্যা করতে পারে না। তাই ‘শয়ন করবেন’ এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু বলি মহারাজের হৃদয়ে বাস করবেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু ভক্তির দ্বারা তাঁর ভক্তের কাছে পরাজিত হন; তা না হলে কেউই ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে পরাজিত করতে পারে না।

শ্লোক ১৪

শ্রীশুক উবাচ

এবমশ্রদ্ধিতং শিষ্যমনাদেশকরং গুরুঃ ।

শশাপ দৈবপ্রহিতঃ সত্যসন্ধং মনস্বিনম্ ॥ ১৪ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; এবম্—এইভাবে; অশ্রদ্ধিতম্—গুরুদেবের উপদেশের প্রতি অশ্রদ্ধাপরায়ণ; শিষ্যম্—শিষ্যকে; অনাদেশ-করম্—যিনি তাঁর গুরুদেবের আদেশ পালন করতে প্রস্তুত ছিলেন না; গুরুঃ—গুরু (গুরুাচার্য); শশাপ—অভিশাপ দিয়েছিলেন; দৈব-প্রহিতঃ—ভগবানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে; সত্য-সন্ধম্—যিনি সত্যে স্থির ছিলেন; মনস্বিনম্—যিনি ছিলেন অত্যন্ত উদারচরিত্র।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—তারপর গুরু গুরুাচার্য ভগবানের প্রেরণাবশত উদারচরিত্র, সত্যপ্রতিজ্ঞ, তাঁর বাক্যে অশ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং তাঁর আদেশ লঙ্ঘনকারী শিষ্য বলি মহারাজকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ এবং তাঁর গুরু গুরুাচার্যের আচরণের মধ্যে পার্থক্য এই ছিল যে, বলি মহারাজের ভগবৎ-প্রেম ইতিমধ্যেই বিকশিত হয়েছিল, কিন্তু গুরুাচার্য একজন কুলপুরোহিত হওয়ার ফলে তাঁর তা হয়নি। এইভাবে গুরুাচার্য ভগবদ্ভক্তি বিকশিত করার জন্য ভগবানের প্রেরণা লাভ করেননি। যে কথা ভগবদ্গীতায় (১০/১০) ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাতি তে ॥

“যাঁরা নিত্য ভক্তিযোগ দ্বারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসতে পারেন।”

যে সমস্ত ভক্ত শ্রদ্ধা এবং প্রীতি সহকারে বস্তুতই ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তাঁরা ভগবানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। বৈষ্ণবেরা কখনও স্মার্ত ব্রাহ্মণদের কর্মকাণ্ডীয় কার্যকলাপের গুরুত্ব দেন না। বৈষ্ণবেরা স্মার্তবিধি কখনও অনুসরণ

করেন না, তাই বৈষ্ণবদের পথপ্রদর্শনের জন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী হরিভক্তিবিলাস প্রণয়ন করেছেন। ভগবান যদিও সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করেন, তবুও বৈষ্ণব না হলে অর্থাৎ ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত না হলে, ভগবানের কাছ থেকে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার সাবলীল উপদেশ লাভ করা যায় না। সেই প্রকার উপদেশ কেবল ভক্তদেরই জন্য। তাই এই শ্লোকে দৈবপ্রহিতঃ—‘ভগবানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে’ পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুক্রাচার্যের কর্তব্য ছিল ভগবানকে সর্বস্ব দান করতে বলি মহারাজকে অনুপ্রাণিত করা। সেটি ভগবৎ-প্রেমের একটি নিদর্শন হত। কিন্তু তিনি তা করেননি। পক্ষান্তরে তিনি তাঁর ভগবদ্ভক্ত শিষ্যকে অভিষাপ দিয়ে দণ্ডদান করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

দৃঢ়ং পণ্ডিতমান্যজ্ঞঃ স্তব্ধোহস্যস্মদুপেক্ষয়া ।

মচ্ছাসনাতিগো যস্ত্বমচিরাদ্ভ্রশ্যসে শ্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

দৃঢ়ম্—তোমার বিচারে এতই দৃঢ় বিশ্বাস; পণ্ডিত-মানী—পণ্ডিত অভিমানী; অজ্ঞঃ—মূর্খ; স্তব্ধঃ—উদ্ধত; অসি—তুমি হয়েছ; অস্মৎ—আমাদের; উপেক্ষয়া—উপেক্ষা করে; মৎশাসন-অতিগঃ—আমার শাসন অতিক্রম করে; যঃ—এমন ব্যক্তি (যেমন তুমি); ত্বম্—তুমি; অচিরাৎ—অতি শীঘ্র; ভ্রশ্যসে—ভ্রষ্ট হবে; শ্রিয়ঃ—সমস্ত ঐশ্বর্য থেকে।

অনুবাদ

যদিও তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবুও তুমি নিজেকে মস্ত বড় পণ্ডিত বলে মনে করছ, এবং তাই তুমি এতই উদ্ধত হয়েছ যে, আমার আদেশ লঙ্ঘন করছ। আমাকে এইভাবে উপেক্ষা করার ফলে তুমি অচিরেই তোমার সমস্ত ঐশ্বর্যভ্রষ্ট হবে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, বলি মহারাজ পণ্ডিতমানী বা পণ্ডিত অভিমানী ছিলেন না; পক্ষান্তরে, তিনি ছিলেন পণ্ডিতমান্যজ্ঞঃ, অর্থাৎ তিনি এতই পণ্ডিত ছিলেন যে, সমস্ত পণ্ডিতেরা তাঁর পূজা করতেন। তাঁর এই পাণ্ডিত্যের ফলেই তিনি তাঁর তথাকথিত গুরুর আদেশ অমান্য করতে পেরেছিলেন। কোন রকম জড় অবস্থার ভয় তাঁর ছিল না। ভগবান বিষ্ণু যাঁকে রক্ষা করেন, তাঁকে

আর অন্য কারও রক্ষা করতে হয় না। তাই বলি মহারাজ কখনও ঐশ্বর্যভ্রষ্ট হতে পারেন না। ভগবানের দেওয়া ঐশ্ব্যের সঙ্গে কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের ফলে লব্ধ ঐশ্ব্যের কোন তুলনা হয় না। অর্থাৎ, ভক্ত যদি অত্যন্ত ঐশ্ব্যশালী হন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তাঁর সেই ঐশ্ব্য ভগবানের দান। এই ঐশ্ব্য কখনও বিনাশ হবে না। কিন্তু সকাম কর্মের ফলে লব্ধ ঐশ্ব্য যে কোন সময়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

শ্লোক ১৬

এবং শপ্তঃ স্বগুরুণা সত্যান্ন চলিতো মহান্ ।

বামনায় দদাবেনামর্চিছোদকপূর্বকম্ ॥ ১৬ ॥

এবম্—এইভাবে; শপ্তঃ—অভিশপ্ত হয়ে; স্ব-গুরুণা—তাঁর গুরুর দ্বারা; সত্যাৎ—সত্য থেকে; ন—না; চলিতঃ—বিচলিত; মহান্—মহাপুরুষ; বামনায়—ভগবান শ্রীবামনদেবকে; দদৌ—দান করেছিলেন; এনাম্—সমস্ত ভূমি; অর্চিত্বা—পূজা করার পর; উদক-পূর্বকম্—প্রথমে জল নিবেদন করে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—তাঁর গুরুর দ্বারা অভিশপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মহাপুরুষ বলি মহারাজ তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে বিচলিত হননি। তাই, প্রথা অনুসারে তিনি বামনদেবকে প্রথমে জলদান করেছিলেন, তারপর প্রতিশ্রুত ভূমি দান করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

বিক্কাবলিস্তদাগত্য পত্নী জালকমালিনী ।

আনিন্যে কলশং হৈমমবনেজন্যপাং ভূতম্ ॥ ১৭ ॥

বিক্কাবলিঃ—বিক্কাবলি; তদা—তখন; আগত্য—সেখানে এসে; পত্নী—বলি মহারাজের পত্নী; জালক-মালিনী—মুক্তামালায় ভূষিত; আনিন্যে—নিয়ে এসেছিলেন; কলশম্—কলস; হৈমম্—স্বর্ণনির্মিত; অবনেজনি-অপাম্—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করার জল; ভূতম্—পূর্ণ।

অনুবাদ

মুক্তামালায় শোভিতা বলি মহারাজের পত্নী বিক্কাবলি তখন ভগবানের পাদপ্রক্ষালনের জন্য জলপূর্ণ স্বর্ণকলস নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

যজমানঃ স্বয়ং তস্য শ্রীমৎ পাদযুগং মুদা ।

অবনিজ্যাবহন্ মুগ্ধি তদপো বিশ্বপাবনীঃ ॥ ১৮ ॥

যজমানঃ—যজমান (বলি মহারাজ); স্বয়ং—স্বয়ং; তস্য—ভগবান বামনদেবের; শ্রীমৎ পাদ-যুগং—পরম মঙ্গলময় এবং সুন্দর শ্রীপাদপদ্ম-যুগল; মুদা—মহা আনন্দে; অবনিজ্য—যথাযথভাবে ধৌত করে; অবহৎ—ধারণ করেছিলেন; মুগ্ধি—তাঁর মস্তকে; তৎ—সেই; অপঃ—জল; বিশ্ব-পাবনীঃ—যা সমস্ত জগৎকে মুক্তি দান করে।

অনুবাদ

যজমান বলি তখন হর্ষভরে ভগবান বামনদেবের শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালন করেছিলেন এবং তারপর বিশ্বপাবন সেই চরণামৃত তাঁর মস্তকে ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

তদাসুরেন্দ্রং দিবি দেবতাগণা

গন্ধর্ববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাঃ ।

তৎ কর্ম সর্বৈহপি গুণন্তু আর্জবং

প্রসূনবর্ষৈর্ববৃষুমুদাষ্বিতাঃ ॥ ১৯ ॥

তদা—তখন; অসুর-ইন্দ্রম্—দৈত্যরাজ বলি মহারাজকে; দিবি—স্বর্গলোক থেকে; দেবতা-গণাঃ—দেবতারা; গন্ধর্ব—গন্ধর্বগণ; বিদ্যাধর—বিদ্যাধরগণ; সিদ্ধ—সিদ্ধগণ; চারণাঃ—চারণগণ; তৎ—সেই; কর্ম—কর্ম; সর্বৈহপি—তাঁরা সকলে; গুণন্তুঃ—ঘোষণা করে; আর্জবম্—নিষ্কপটতা; প্রসূন-বর্ষৈঃ—পুষ্পবৃষ্টি; ববৃষুঃ—বর্ষণ করেছিলেন; মুদা-অষ্বিতাঃ—তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে।

অনুবাদ

তখন স্বর্গস্থিত দেবতা, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ এবং চারণেরা বলি মহারাজের নিষ্কপটতায় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তাঁর মহৎ গুণাবলীর প্রশংসা করে তাঁর উপর পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

আর্জবম্—সরলতা বা নিষ্কপটতা ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবের একটি গুণ। বৈষ্ণব স্বভাবতই ব্রাহ্মণের সমস্ত সদৃশ অর্জন করেন।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা ।

সর্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৫/১৮/১২)

বৈষ্ণবকে সত্য, শম, দম, তিতিক্ষা, আর্জব ইত্যাদি ব্রাহ্মণের সমস্ত সদৃশ সমন্বিত হওয়া উচিত। বৈষ্ণবের চরিত্রে কোন কপটতা থাকতে পারে না। বলি মহারাজ যখন অবিচলিত শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে সেবা করছিলেন, তখন সমস্ত স্বর্গবাসীরা তাঁর সেই আচরণের প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন।

শ্লোক ২০

নেদুর্মুহুর্দুন্দুভয়ঃ সহস্রশো

গন্ধর্বকিম্পুরুষকিন্নরা জগুঃ ।

মনস্বিনানেন কৃতং সুদুষ্করং

বিদ্বানদাদ্ যদ্ রিপবে জগন্ময়ম্ ॥ ২০ ॥

নেদুঃ—নির্নাদিত হয়েছিল; মুহুঃ—বারংবার; দুন্দুভয়ঃ—দুন্দুভি; সহস্রশঃ—হাজার হাজার; গন্ধর্ব—গন্ধর্বগণ; কিম্পুরুষ—কিম্পুরুষগণ; কিন্নরাঃ—এবং কিন্নরগণ; জগুঃ—গাইতে শুরু করেছিলেন; মনস্বিনা—মহাপুরুষদের দ্বারা; অনেন—বলি মহারাজের দ্বারা; কৃতম্—অনুষ্ঠিত হয়েছে; সুদুষ্করম্—অত্যন্ত কঠিন কার্য; বিদ্বান্—মহাজ্ঞানী হওয়ার ফলে; অদাৎ—তাঁকে উপহার দান করেছেন; যৎ—যা; রিপবে—বলি মহারাজের শত্রু দেবতাদের পক্ষ অবলম্বনকারী বিষ্ণুকে; জগৎ-ত্রয়ম্—ত্রিলোক।

অনুবাদ

তখন গন্ধর্ব, কিম্পুরুষ এবং কিন্নরেরা হাজার হাজার দুন্দুভি বারংবার নির্নাদিত করে মহা আনন্দে ঘোষণা করতে লাগলেন—“এই বলি মহারাজ কত মহান, এবং তিনি কি সুদুষ্কর কর্ম অনুষ্ঠান করেছেন! যদিও তিনি জানতেন যে, বিষ্ণু তাঁর শত্রুদের পক্ষপাতী, তবুও তিনি তাঁকে ত্রিলোক দান করেছেন।”

শ্লোক ২১

তদ্ বামনং রূপমবর্ধতাভুতং

হরেরনন্তস্য গুণত্রয়াত্মকম্ ।

ভূঃ খং দিশো দ্যৌর্বিবরাঃ পয়োধয়-

স্তির্যঙ্নুদেবা ঋষয়ো যদাসত ॥ ২১ ॥

তৎ—সেই; বামনম্—ভগবানের বামন অবতার; রূপম্—রূপ; অবর্ধত—বর্ধিত হতে লাগল; অভুতম্—অত্যন্ত অভুত; হরেঃ—ভগবানের; অনন্তস্য—অনন্তের; গুণ-ত্রয়-আত্মকম্—ত্রিগুণাত্মিকা জড়া শক্তির দ্বারা বিস্তৃত শরীর; ভূঃ—ভূমি; খম্—আকাশ; দিশঃ—সর্বদিক; দ্যৌঃ—লোকসমূহ; বিবরাঃ—ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন বিবর; পয়োধয়ঃ—মহাসাগর; তির্যক্—নিম্নস্তরের পশু-পক্ষী; ন্—মানুষ; দেবাঃ—দেবতাগণ; ঋষয়ঃ—ঋষিগণ; যৎ—যাতে; আসত—অবস্থিত ছিল।

অনুবাদ

তখন অনন্ত ভগবানের বামনরূপ বর্ধিত হতে লাগল। পৃথিবী, আকাশ, দিকসমূহ, ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন রন্ধ্র, সমুদ্র, পশু, পক্ষী, মানুষ, দেবতা এবং ঋষিগণ সেই বিগ্রহে অবস্থিত ছিল।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ বামনদেবকে দান দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভগবান এমনভাবে তাঁর শরীর বিস্তার করতে লাগলেন যে, তিনি বলি মহারাজকে দেখালেন, ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই তাঁর শরীরে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে কেউই ভগবানকে কিছু দান করতে পারে না, কারণ তিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ। কখনও কখনও আমরা দেখি, ভক্ত গঙ্গায় গঙ্গাজল দান করছেন। গঙ্গায় স্নান করার পর ভক্ত অঞ্জলি ভরে গঙ্গাজল গঙ্গাকে অর্পণ করেন। প্রকৃতপক্ষে গঙ্গা থেকে যখন অঞ্জলি ভরে গঙ্গাজল নেওয়া হয়, তখন গঙ্গার কোন ক্ষতি হয় না, তেমনই ভক্ত যখন গঙ্গাকে অঞ্জলি ভরে জল দান করেন, তার ফলে গঙ্গারও বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু ভক্ত এই নিবেদনের দ্বারা মা গঙ্গার ভক্তরূপে প্রসিদ্ধ হন। তেমনই, যখন আমরা শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে ভগবানকে কিছু নিবেদন করি, সেই নিবেদিত বস্তুটি আমাদের নয় এবং তার ফলে ভগবানের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু কেউ যদি তাঁর সম্পদ ভগবানকে নিবেদন করেন, তা হলে তিনি ভক্তরূপে বিখ্যাত হন। এই সম্পর্কে দৃষ্টান্ত দেওয়া

হয় যে, ফুল এবং চন্দনের দ্বারা যখন মুখ সাজানো হয়, তখন দর্পণে সেই মুখের প্রতিবিম্ব সুন্দর হয়ে ওঠে। সব কিছুই পরম উৎস হচ্ছেন ভগবান, তিনি আমাদেরও আদি উৎস। তাই ভগবানকে যখন সাজানো হয়, তখন তাঁর ভক্তেরা এবং সমস্ত জীবেরাও আপনা থেকেই শোভিত হন।

শ্লোক ২২

কায়ে বলিস্তস্য মহাবিভূতেঃ

সহস্রিগাচার্যসদস্য এতৎ ।

দদর্শ বিশ্বং ত্রিগুণং গুণাত্মকে

ভূতেন্দ্রিয়ার্থাশয়জীবযুক্তম্ ॥ ২২ ॥

কায়ে—শরীরে; বলিঃ—বলি মহারাজ; তস্য—ভগবানের; মহা-বিভূতেঃ—সমস্ত অদ্ভুত ঐশ্বর্য সমন্বিত পুরুষের; সহ-ঋত্বিক-আচার্য-সদস্যঃ—পুরোহিত, আচার্য এবং সেই পবিত্র সভার সমস্ত সদস্যগণ সহ; এতৎ—এই; দদর্শ—দেখেছিলেন; বিশ্বম্—সমগ্র বিশ্ব; ত্রিগুণম্—প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা রচিত; গুণ-আত্মকে—এই সমস্ত গুণের উৎসের মধ্যে; ভূত—সমস্ত স্থূল তত্ত্ব সহ; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয় সহ; অর্থ—ইন্দ্রিয়ার বিষয় সহ; আশয়—মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার সহ; জীব-যুক্তম্—সমস্ত জীব সহ।

অনুবাদ

বলি মহারাজ তখন সমস্ত ঋত্বিক, আচার্য এবং সদস্যগণ সহ ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য সমন্বিত বিরাট শরীর দর্শন করেছিলেন। সেই শরীরে সমস্ত স্থূল উপাদান, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার বিষয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, বিভিন্ন প্রকার জীব এবং ত্রিগুণের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আদি ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু ছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন, অহং সর্বস্য প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে—শ্রীকৃষ্ণ সব কিছুই উৎস। বাসুদেবঃ সর্বমিতি—শ্রীকৃষ্ণই সব কিছু। মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষুবস্থিতঃ—সব কিছুই ভগবানের শরীরে আশ্রিত, তবুও ভগবান সব কিছুতে নেই। মায়াবাদীরা মনে করে যে, যেহেতু পরব্রহ্ম ভগবান সব কিছু হয়েছেন, তাই তাঁর আর কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই। তাদের এই দর্শনকে বলা হয় অদ্বৈতবাদ। প্রকৃতপক্ষে এই দর্শন ভ্রান্ত। এখানে বলি মহারাজ ভগবানের

বিরাট শরীরের দ্রষ্টা এবং সেই শরীর ছিল দৃশ্য। এইভাবে দ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয়; সর্বদাই দুটি সত্তা রয়েছে—দ্রষ্টা এবং দৃশ্য। দ্রষ্টা পূর্ণের একটি অংশ, তাই তিনি পূর্ণের সমান নন। পূর্ণের অংশ দ্রষ্টাও পূর্ণের সঙ্গে এক, কিন্তু যেহেতু তিনি একটি অংশ, তাই তিনি কখনই পূর্ণের সমান হতে পারেন না। এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত আদর্শ দর্শন।

শ্লোক ২৩

রসামচষ্টাঙ্ঘ্রিতলেহথ পাদয়ো-

মহীং মহীধান্ পুরুষস্য জঙ্ঘয়োঃ ।

পতল্লিণো জানুনি বিশ্বমূর্তে-

রূর্বোর্গণং মারুতমিন্দ্রসেনঃ ॥ ২৩ ॥

রসাম্—রসাতল আদি লোক; অচষ্টা—দর্শন করেছিলেন; অঙ্ঘ্রি-তলে—পদতলে; অথ—তারপর; পাদয়োঃ—পায়ের উপর; মহীম্—পৃথিবী; মহীধান্—পর্বত; পুরুষস্য—বিরাট পুরুষের; জঙ্ঘয়োঃ—জঙ্ঘায়; পতল্লিণঃ—পক্ষীসমূহ; জানুনি—জানুতে; বিশ্ব-মূর্তেঃ—বিরাট পুরুষের; উর্বোঃ—উরুতে; গণম্ মারুতম্—বিভিন্ন প্রকার বায়ু; ইন্দ্র-সেনঃ—বলি মহারাজ, যিনি ইন্দ্রের সৈনিকদের লাভ করে ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

তারপর, ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত বলি মহারাজ ভগবানের সেই বিশ্বরূপের পদতলে রসাতল প্রভৃতি অধঃলোক, পদযুগলে পৃথিবী, জঙ্ঘায় পর্বতসমূহ, জানুতে পক্ষীসমূহ এবং তাঁর উরুতে বায়ুগণকে দর্শন করলেন।

তাৎপর্য

এখানে ভগবানের বিরাটরূপের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে। এই বিরাটরূপের দর্শন শুরু হয় পদতল থেকে। পদতলের উপরে পা, পায়ের উপরে জঙ্ঘা, জঙ্ঘার উপরে জানু এবং জানুর উপরে উরু। এইভাবে এখানে বিশ্বরূপের সমস্ত অঙ্গ একে একে বর্ণনা করা হয়েছে। জানু পক্ষীদের স্থান, এবং তার উপরে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার বায়ু। পাখিরা পর্বতের উপর দিয়ে উড়তে পারে, এবং পাখিদের উপরে রয়েছে বায়ুগণ।

শ্লোক ২৪

সঙ্ক্যাং বিভোর্বাসসি গুহ্য ঐক্ষৎ

প্রজাপতীঞ্জঘনে আত্মমুখ্যান্ ।

নাভ্যাং নভঃ কুক্ষিষু সপ্তসিন্ধু-

নুরুক্রমস্যোরসি চক্ষ্মমালাম্ ॥ ২৪ ॥

সঙ্ক্যাম্—সঙ্ক্যা; বিভোঃ—ভগবানের; বাসসি—বসনে; গুহ্যে—গোপন অঙ্গে; ঐক্ষৎ—তিনি দেখেছিলেন; প্রজাপতীন্—সমস্ত জীবদের জন্ম প্রদানকারী প্রজাপতিদের; জঘনে—কটির সম্মুখভাগে; আত্ম-মুখ্যান্—বলি মহারাজের বিশ্বস্ত সহচরগণ; নাভ্যাম্—নাভিতে; নভঃ—আকাশ; কুক্ষিষু—কুক্ষিতে; সপ্ত—সাত; সিন্ধুন্—সমুদ্র; উরুক্রমস্য—অদ্ভুত যাঁর কার্যকলাপ সেই ভগবানের; উরসি—বক্ষে; চ—ও; ঋক্ষ-মালাম্—নক্ষত্ররাজি।

অনুবাদ

বলি মহারাজ দেখলেন ভগবান উরুক্রমের বসনে সঙ্ক্যাদেবী, গুহ্যদেশে প্রজাপতিগণ, কটির সম্মুখভাগে অন্তরঙ্গ পার্শ্বদগণ সহ নিজেকে, নাভিমণ্ডলে আকাশ, কুক্ষিদেশে সপ্ত সমুদ্র এবং বক্ষে নক্ষত্ররাজি।

শ্লোক ২৫-২৯

হৃদ্যঙ্গ ধর্মং স্তনয়োর্মুরারে-

ঋতং চ সত্যং চ মনস্যথেন্দুম্ ।

শ্রিয়ং চ বক্ষস্যরবিন্দহস্তাং

কণ্ঠে চ সামানি সমস্তরেফান্ ॥ ২৫ ॥

ইন্দ্রপ্রধানানমরান্ ভূজেষু

তৎকর্ণয়োঃ ককুভো দ্যৌশ্চ মূর্ধ্নি ।

কেশেষু মেঘাঙ্গুনং নাসিকায়-

মল্লোশ্চ সূর্যং বদনে চ বহ্নিম্ ॥ ২৬ ॥

বাণ্যাং চ ছন্দাংসি রসে জলেশং

ভ্রুবোর্নিষেধং চ বিধিং চ পশ্বসু ।

অহশ্চ রাত্রিঃ চ পরস্য পুংসো

মন্যুং ললাটেহধর এব লোভম্ ॥ ২৭ ॥

স্পর্শে চ কামং নৃপ রেতসান্তঃ

পৃষ্ঠে ত্বধর্মং ক্রমণেষু যজ্ঞম্ ।

ছায়াসু মৃত্যুং হসিতে চ মায়াং

তনুরুহেষোষধিজাতয়শ্চ ॥ ২৮ ॥

নদীশ্চ নাড়ীষু শিলা নখেষু

বুদ্ধাবজং দেবগণানুযীৎশ্চ ।

প্রাণেষু গাত্রে স্থিরজঙ্গমানি

সর্বাণি ভূতানি দদর্শ বীরঃ ॥ ২৯ ॥

হৃদি—হৃদয়ে; অঙ্গ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; ধর্মম্—ধর্মকে; স্তনয়োঃ—স্তনদ্বয়ে;
মুরারেঃ—ভগবান মুরারির; ঋতম্—অত্যন্ত মধুর বাক্য; চ—ও; সত্যম্—সত্য; চ—
ও; মনসি—মনে; অথ—তারপর; ইন্দুম্—চন্দ্র; শ্রিয়ম্—লক্ষ্মীদেবী; চ—ও;
বক্ষসি—বক্ষে; অরবিন্দ-হস্তাম্—যিনি তাঁর হাতে সর্বদা পদ্মফুল ধারণ করেন;
কণ্ঠে—কণ্ঠে; চ—ও; সামানি—সমস্ত বেদ (সাম, যজুঃ, ঋক্ এবং অথর্ব); সমস্ত-
রেফান্—সমস্ত ধ্বনি; ইন্দ্র-প্রধানান্—ইন্দ্রপ্রমুখ; অমরান্—সমস্ত দেবতাগণ;
ভুজেষু—বাহুতে; তৎ-কর্ণয়োঃ—কর্ণে; ককুভঃ—সমস্ত দিক; দ্যৌঃ চ—জ্যোতিষ্ক;
মৃগ্নি—মস্তকের উপর; কেশেষু—কেশে; মেঘান্—মেঘমালা; শ্বসনম্—নিঃশ্বাস বায়ু;
নাসিকায়াম্—নাসিকায়; অঙ্কোঃ চ—চক্ষুঃ; সূর্যম্—সূর্য; বদনে—মুখে; চ—ও;
বহ্নিম্—অগ্নি; বাণ্যাম্—তাঁর বাণীতে; চ—ও; ছন্দাংসি—বৈদিক মন্ত্র; রসে—
জিহ্বায়; জল-ঈশম্—বরুণদেব; ভ্রুবোঃ—ভ্রাতে; নিষেধম্—নিষেধ; চ—ও;
বিধিম্—বিধি; চ—ও; পক্ষ্মসু—চক্ষুর পলকে; অহঃ চ—দিন; রাত্রিম্—রাত্রি; চ—
ও; পরস্য—পরম; পুংসঃ—পুরুষের; মন্যুম্—ক্রোধ; ললাটে—ললাটে; অধরে—
অধরে; এব—বস্তুতপক্ষে; লোভম্—লোভ; স্পর্শে—তাঁর স্পর্শে; চ—ও; কামম্—
কাম; নৃপ—হে রাজন; রেতসা—বীর্যের দ্বারা; অন্তঃ—জল; পৃষ্ঠে—পৃষ্ঠে; তু-
কিন্ত; অধর্মম্—অধর্ম; ক্রমণেষু—অদ্ভুত কার্যকলাপে; যজ্ঞম্—যজ্ঞ; ছায়াসু—ছায়ায়;
মৃত্যুম্—মৃত্যু; হসিতে—তাঁর হাসিতে; চ—ও; মায়াম্—মায়া; তনুরুহেষু—দেহের
লোমে; ওষধি-জাতয়ঃ—সর্বপ্রকার ওষধি; চ—এবং; নদীঃ—নদী; চ—ও; নাড়ীষু—
নাড়িতে; শিলাঃ—পাথর; নখেষু—নখে; বুদ্ধৌ—বুদ্ধিতে; অজম্—ব্রহ্মা; দেব-

গণান্—দেবতাগণ; ঋষীন্ চ—এবং মহর্ষিগণ; প্রাণেষু—ইন্দ্রিয়তে; গাত্রে—দেহে; স্থির-জঙ্গমানি—স্থাবর এবং জঙ্গম; সর্বাণি—সমস্ত; ভূতানি—জীবসমূহ; দদর্শ—দর্শন করেছিলেন; বীরঃ—বলি মহারাজ।

অনুবাদ

হে রাজন্, তিনি দেখলেন মুরারির হৃদয়ে ধর্ম, স্তনদ্বয়ে প্রিয় ও সত্য বাক্য, মনে চন্দ্র, বক্ষে পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবী, কণ্ঠে সমস্ত বেদ এবং সমস্ত শব্দরাজি, বাহুতে ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাগণ, কর্ণদ্বয়ে দিকসমূহ, মস্তকে স্বর্গ, কেশে মেঘমালা, নাসিকায় বায়ু, নেত্রদ্বয়ে সূর্য, বদনে অগ্নিদেব। তাঁর বাক্যে সমস্ত বৈদিক মন্ত্র, জিহ্বায় বরুণদেব, জায়ুগলে বিধি-নিষেধ, চোখের পলকের উন্মীলন এবং নিমীলনে দিবা ও রাত্রি, ললাটে ক্রোধ, অধরে লোভ। হে রাজন্, তাঁর স্পর্শে কাম, তাঁর বীর্যে সলিল, পৃষ্ঠে অধর্ম, পাদবিক্ষেপে যজ্ঞ, ছায়ায় মৃত্যু, হাসিতে মায়া এবং শরীরের রোমরাজিতে ওষধিসমূহ। তাঁর নাড়ীসমূহে নদী, নখে শিলারানি, বুদ্ধিতে ব্রহ্মা, দেবতা ও ঋষিবৃন্দ, ইন্দ্রিয়সমূহে এবং সমগ্র শরীরে স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত জীব। এইভাবে বলি মহারাজ ভগবানের বিরাট শরীরে সব কিছু দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

সর্বাঅ্বনীদং ভুবনং নিরীক্ষ্য

সর্বেসুরাঃ কশ্মলমাপুরঙ্গ ।

সুদর্শনং চক্রমসহ্যতেজো

ধনুশ্চ শার্ঙ্গং স্তনয়িত্বুঘোষম্ ॥ ৩০ ॥

সর্ব-আঅ্বনি—পরম পূর্ণ ভগবানে; ইদম্—এই বিশ্ব; ভুবনম্—ত্রিভুবন; নিরীক্ষ্য—দর্শন করে; সর্বে—সমস্ত; অসুরাঃ—বলি মহারাজের পার্শ্বদ অসুরগণ; কশ্মলম্—অনুতাপ; আপুঃ—প্রাপ্ত হয়েছিল; অঙ্গ—হে রাজন্; সুদর্শনম্—সুদর্শন নামক; চক্রম্—চক্র; অসহ্য—অসহ্য; তেজঃ—তেজ; ধনুঃ চ—এবং ধনুক; শার্ঙ্গম্—শার্ঙ্গ নামক; স্তনয়িত্বু—মেঘগর্জন; ঘোষম্—শব্দশালী।

অনুবাদ

হে রাজন্, বলি মহারাজের অনুগামী অসুরেরা যখন ভগবানের বিরাটরূপে নিখিল ভুবন, সুদর্শন চক্র, অসহ্য তেজসম্পন্ন মেঘের মতো শব্দশালী শার্ঙ্গ ধনুক দর্শন করেছিল, তখন তারা সকলে তাদের হৃদয়ে খেদ অনুভব করেছিল।

শ্লোক ৩১

পর্জন্যঘোষো জলজঃ পাঞ্চজন্যঃ

কৌমোদকী বিষুগদা তরস্বিনী ।

বিদ্যাধরোহসিঃ শতচন্দ্রযুক্ত-

স্ত্রুগোত্তমাবক্ষয়সায়কৌ চ ॥ ৩১ ॥

পর্জন্য-ঘোষঃ—মেঘের মতো গভীর নাদযুক্ত; জলজঃ—ভগবানের শঙ্খ; পাঞ্চজন্যঃ—পাঞ্চজন্য নামক; কৌমোদকী—কৌমোদকী নামক; বিষুগদা—ভগবানের গদা; তরস্বিনী—মহাবেগে; বিদ্যাধরঃ—বিদ্যাধর নামক; অসিঃ—তরবারি; শত-চন্দ্র-যুক্তঃ—শত চন্দ্রযুক্ত ঢাল; তুণ-উত্তমৌ—শ্রেষ্ঠ তুণীর; অবক্ষয়সায়কৌ—অক্ষয়সায়ক নামক; চ—ও।

অনুবাদ

তখন মেঘের মতো গভীর নাদযুক্ত পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অত্যন্ত বেগবতী কৌমোদকী নামক গদা, বিদ্যাধর নামক অসি, শত শত চন্দ্রাকৃতি ফলকযুক্ত ঢাল এবং অবক্ষয়সায়ক নামক শ্রেষ্ঠ তুণ—তারা সকলেই একত্রে ভগবানের স্তব করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩২-৩৩

সুনন্দমুখ্যা উপতস্থুরীশং

পার্ষদমুখ্যাঃ সহলোকপালাঃ ।

স্মুরৎকিরীটাঙ্গদমীনকুণ্ডলঃ

শ্রীবৎসরত্নোত্তমমেখলাস্বরৈঃ ॥ ৩২ ॥

মধুরতশ্রবণমালয়াবৃত্তো

ররাজ রাজন্ ভগবানুরুক্রমঃ ।

ক্ষিতিং পদৈকেন বলের্বিচক্রে

নভঃ শরীরেণ দিশশ্চ বাহুভিঃ ॥ ৩৩ ॥

সুনন্দ-মুখ্যাঃ—সুনন্দ আদি ভগবানের পার্শ্বদগণ; উপতস্থুঃ—স্তব করতে শুরু করেছিলেন; ঈশম্—ভগবানকে; পার্শ্বদ-মুখ্যাঃ—অন্যান্য প্রধান পার্শ্বদগণ; সহ-লোক-

পালাঃ—সমস্ত লোকপালগণ সহ; স্ফুরৎ-কিরীট—উজ্জ্বল মুকুট; অঙ্গদ—অঙ্গদ;
 মীন-কুণ্ডলঃ—মকরাকৃতি কুণ্ডল; শ্রীবৎস—তাঁর বক্ষের শ্রীবৎস চিহ্ন; রত্ন-উত্তম—
 শ্রেষ্ঠ রত্ন (কৌস্তুভ); মেখলা—মেখলা; অশ্বরৈঃ—পীতবসন; মধুস্রত—মধুকরদের;
 ষক্—পঙ্ক্তি; বনমালয়া—ফুলমালার দ্বারা; আবৃতঃ—আচ্ছাদিত; ররাজ—প্রকাশিত;
 রাজন্—হে রাজন্; ভগবান্—ভগবান; উরুক্রমঃ—যাঁর কার্যকলাপ অদ্ভুত;
 ক্ষিতিম্—সমগ্র পৃথিবী; পদা একেন—এক পদের দ্বারা; বলেঃ—বলি মহারাজের;
 বিচক্রমে—আচ্ছাদিত করেছিলেন; নভঃ—আকাশ; শরীরেণ—তাঁর শরীরের দ্বারা;
 দিশঃ চ—সর্বদিক; বাহুভিঃ—তাঁর বাহুর দ্বারা।

অনুবাদ

সমস্ত লোকপালগণ সহ সুন্দর আদি প্রধান পার্শ্বদেবরা উজ্জ্বল কিরীট, অঙ্গদ, মকর
 আকৃতি কুণ্ডল শোভিত ভগবানের স্তব করতে লাগলেন। ভগবানের বক্ষে শ্রীবৎস
 চিহ্ন এবং কৌস্তুভ মণি ছিল। তাঁর পরে পীতবসন, মেখলা এবং তিনি মধুকর
 বেষ্টিত ফুলমালায় শোভিত ছিলেন। হে রাজন্, এইভাবে নিজেকে প্রকাশ করে
 ভগবান ত্রিবিক্রম তাঁর এক পায়ের দ্বারা সমগ্র পৃথিবী, তাঁর শরীরের দ্বারা আকাশ
 এবং হস্তের দ্বারা বিভিন্ন দিক আচ্ছাদিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

কেউ তর্ক করতে পারে যে, “বলি মহারাজ তো বামনদেবকে কেবল তাঁর পায়ের
 মাপের ত্রিপাদ ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা হলে বামনদেব কেন
 আকাশও অধিকার করলেন?” এই প্রশ্নে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে,
 পদক্ষেপে উপর এবং নিচ উভয় দিকই অন্তর্ভুক্ত। কেউ যখন পদবিক্ষেপ করে,
 তখন সে নিশ্চিতভাবে আকাশের কিছু অংশ এবং পৃথিবীর কিছু অংশ অধিকার
 করে। এইভাবে ভগবানের পক্ষে তাঁর শরীরের দ্বারা সমস্ত আকাশ অধিকার করা
 অস্বাভাবিক কিছু নয়।

শ্লোক ৩৪

পদং দ্বিতীয়ং ক্রমতস্ত্রিবিষ্টপং

ন বৈ তৃতীয়ায় তদীয়মগ্নপি ।

উরুক্রমস্যাত্তিরূপযুপর্যথো

মহর্জনাভ্যাং তপসঃ পরং গতঃ ॥ ৩৪ ॥

পদম্—পদবিন্যাস; দ্বিতীয়ম্—দ্বিতীয়; ক্রমতঃ—অগ্রবর্তী হয়ে; ত্রিবিষ্টপম্—সমগ্র স্বর্গলোক; ন—না; বৈ—বস্তুতপক্ষে; তৃতীয়ায়—তৃতীয় পদবিন্যাসের জন্য; তদীয়ম্—ভগবানের; অণু অপি—অণুমাত্র স্থানও; উরুক্রমস্য—অসাধারণ কার্যকলাপ সম্পাদনকারী ভগবানের; অস্থিঃ—উর্ধ্ব এবং অধঃ অধিকারকারী পদবিক্ষেপ; উপরি উপরি—ক্রমশ উর্ধ্বদেশ; অথো—এখন; মহঃ-জনাভ্যাম্—মহর্লোক এবং জনলোক থেকে; তপসঃ—সেই তপোলোক; পরম্—তারও অতীত; গতঃ—প্রাপ্ত হয়েছিল।

অনুবাদ

ভগবান যখন তাঁর দ্বিতীয় পদবিন্যাসের দ্বারা স্বর্গলোক আচ্ছাদিত করেছিলেন, তখন আর তৃতীয় পদবিক্ষেপের জন্য অণুমাত্র স্থানও ছিল না, কারণ ভগবানের চরণ স্বর্গ থেকে ক্রমশ উর্ধ্বদেশে প্রসারিত হতে হতে মহর্লোক, জনলোক এবং তপোলোকের অতীত সত্যলোক প্রাপ্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবানের পদবিন্যাস যখন মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোকেরও উর্ধ্বে বিস্তৃত হয়েছিল, তখন তাঁর পদনখ ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করেছিল। ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চভূত (ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খম্) আদি অষ্ট আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই আবরণগুলির পরবর্তী আবরণ পূর্ববর্তী আবরণের থেকে দশ গুণ বিস্তৃত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবানের নখ এই সমস্ত আবরণ ভেদ করে চিৎ-জগতে একটি ছিদ্র সৃষ্টি করেছিল। এই ছিদ্র দিয়ে গঙ্গার জল এই জড় জগতে প্রবেশ করেছে, এবং তাই বলা হয়েছে—পদনখনীর্জনিতজনপাবন (দশাবতার স্তোত্র ৫)। ভগবানের পদনখের আঘাতে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ বিদীর্ণ হওয়ায় গঙ্গার জল এই জড় জগতে প্রবেশ করেছে সমস্ত পতিত আত্মাদের উদ্ধার করার জন্য।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'বলি মহারাজের সর্বস্ব সমর্পণ' নামক বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।